অবরুদ্ধ তিন ঘণ্টা

শেখ হাসিনাকে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাতে আসা নেতাকর্মীদের ঠেকাতে মোড়ে মোড়ে পুলিশ, ব্যারিকেড॥ পালিত হলো স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

স্টাফ রিপোর্টার॥ সংসদ ভবনসহ বিশেষ কারাগারের চতুর্দিক প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী অবরুদ্ধ। মোড়ে মোড়ে বিপুলসংখ্যক পুলিশের সতর্ক অবস্থান, সকল রাস্তা-গলিপথে কাঁটাতারের শক্ত ব্যারিকেড। টার্গেট কারান্তরীণ বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে শ্রদ্ধা ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানাতে আসা অগণিত নেতাকর্মী, ভক্ত-শুভানুধ্যায়ীদের ঠেকানো। কিন্তু সম্ভব হয়নি। কারাগারে বসেই অবরুদ্ধ রাজপথ পেরিয়ে আসা বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী, ভক্ত, অনুরাগীদের পাঠানো ফুলেল শুভেচ্ছা ও ভালবাসায় সিক্ত হন সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী। শনিবার ছিল তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। অতীতে এই দিবসটিকে ঘিরে নেতাকর্মী, ভক্ত, শুভানুধ্যায়ীদের এমন উন্মাদনা দেখা যায়নি। এছাড়া দিবসটির ব্যতিক্রম আরেকটি চিত্র ছিল- গ্রেফতার হওয়ার পর এই প্রথম মত-পথ ভুলে দলটির সকল কেন্দ্রীয় নেতা অন্য নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বিশেষ কারাগারে বন্দী দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে ফুলেল শ্রদ্ধা জানানো। আর দীর্ঘদিন পর সব জ্যেষ্ঠ নেতাকে একসঙ্গে কাছে পেয়ে মাঠের কর্মী, সমর্থকরাও ছিলেন বেশ উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত। আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে কারাবন্দী নেত্রীকে মুক্ত করার দৃঢ় অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে এভাবেই ঢাকাসহ সারাদেশে পালিত হয় দিবসটি। আর জরুরী অবস্থা জারির পর এই প্রথম আওয়ামী লীগ কোন কর্মসূচীকে ঘিরে শনিবার রাজধানীতে বড় ধরনের একটি শো-ডাউন করল।

তবে দিবসটির সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো বিষয়টি ছিল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নেয়া কঠোর নিরাপত্তা বলয়। কর্মসূচী শুরুর প্রায় দেড় ঘণ্টা আগে থেকেই সংসদ ভবনসহ বিশেষ কারাগারের চতুর্দিক অবরুদ্ধ করে ফেলা হয়। বিপুলসংখ্যক পুলিশ মিরপুর সড়কসহ শ্যামলী শিশুমেলা, প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন, আসাদ গেট, খামারবাড়ী, মোহাম্মদপুরের প্রবেশমুখসহ বিশেষ কারাগারসংলগ্ন সকল সড়ক ও গলির প্রবেশমুখে কাঁটাতারের ব্যারিকেড দিয়ে অবস্থান নেয়। এ সময় ওইসব সড়কে যানবাহন চলাচলও বন্ধ করে দেওয়া হয়। গাড়িগুলো অন্য সড়কে ঘুরিয়ে দেয়ার কারণে আশপাশের রাস্তাগুলোয় যানজটের সৃষ্টি হয়। সকাল আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত প্রায় তিন ঘণ্টা এই পুরো এলাকা ছিল কার্যত অবরুদ্ধ। এতে যাত্রী ও পথচারীদের মারাত্মক দুর্ভোগের শিকার হতে হয়েছে।

পুলিশ বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড দিয়ে পথ রুদ্ধ করলে বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী কর্মসূচীতে অংশ নিতে ব্যর্থ হন। এ সময় সবার হাতেই ছিল একগুচ্ছ করে ফুল। অন্যদিকে বিশেষ কারাগারের সামনে গড়ে তোলা হয় তিন স্তরের ব্যারিকেড। যদিও পুলিশ বিভিন্ন সংগঠনের সীমিতসংখ্যক নেতাকে পর্যায়ক্রমে বিশেষ কারাগারের সামনে গিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় কর্মসূচীতে অংশ নেয়ার সুযোগ দেয়। ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো শেষ হলে বেলা ১১টায় ওই সড়কগুলো থেকে ব্যারিকেড তুলে নেয়া হয়, স্বাভাবিক হয় যান চলাচল।

সকালে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সংসদ ভবন চত্বরের বিশেষ কারাগারে শেখ হাসিনাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানোর মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচী শুরু হয়। শুধু কেন্দ্রীয় নেতারাই নন, দল ও সহযোগী সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী, সমর্থক ছাড়াও অসংখ্য ভক্ত-শুভানুধ্যায়ী পুলিশের ব্যারিকেড পেরিয়ে বিশেষ কারাগারের সামনের আসাদ গেট প্রান্তে জড়ো হয়ে সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর কাছে ফুল এবং মিষ্টি পাঠিয়ে তাঁদের অকুণ্ঠ ভালবাসা ও শ্রদ্ধার বহির্প্রকাশ ঘটান। গণমোনাজাতে অংশ নিয়ে নেতাকর্মীরা দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করেন কারান্তরীণ শেখ হাসিনার।

দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশ নিয়ে দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা শেখ হাসিনার নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, আলোচনার টেবিলে শেখ হাসিনাকে মুক্ত করা যাবে না। আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁকে মুক্ত করতে হবে। আওয়ামী লীগ তাঁর নেতৃত্বেই সংলাপ ও নির্বাচনে যাবে। নেতারা এ কঠোর কর্মসূচী দেয়ার আগেই সরকার শেখ হাসিনাকে মুক্তি দেবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সকাল ৯টা ৫৫ মিনিটে দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা প্রিয় নেত্রীকে দলের নির্বাচনী প্রতীক নৌকা আকৃতির ফুলের তোড়া পাঠিয়ে শুভেচ্ছা জানান। বিশেষ কারাগারের গেটে কারা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করেন ডেপুটি জেলার তারিকুল ইসলাম। পরে তা পাঠিয়ে দেয়া হয় শেখ হাসিনার কাছে। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আমির হোসেন আমু, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, বেগম মতিয়া চৌধুরীসহ কেন্দ্রীয় নেতা আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, মুকুল বোস, সাবের হোসেন চৌধুরী, আবদুল মান্নান, মাহমুদুর রহমান মান্না, আক্তারুজ্জামান, আবদুর রহমান, মেজর জেনারেল (অব) সুবিদ আলী ভূঁইয়া, এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এ্যাডভোকেট আবদুল মান্নান খান, নুরুল ইসলাম নাহিদ, কর্নেল (অব) ফারুক খান, হাবিবুর রহমান সিরাজ, ড. আবদুর রাজ্জাক, স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, হাবিবুর রহমান খান, ক্যাপ্টেন (অব) এবি তাজুল ইসলাম, ডা. দীপু মনি প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় নেতাদের পর একে একে মহানগর আওয়ামী লীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, কৃষক লীগ, শ্রমিক লীগ, যুব মহিলা লীগ, ছাত্রলীগ, বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ, মৎস্যজীবী লীগ, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটসহ প্রভৃতি সংগঠন বিশেষ কারাগারে ফুল ও মিষ্টি পাঠিয়ে শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানান। ফুলের তোড়া দেয়া নিয়ে মহিলা আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে। কেন্দ্রীয় নেতাদের হস্তক্ষেপে তা নিরসন হয়।

কারান্তরীণ শেখ হাসিনাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানোর পর বিশেষ কারাগারের সামনে সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী বলেন, মানুষ আজ নানা সমস্যায় নিপতিত। দেশ, জাতি ও জনগণের মঙ্গলের স্বার্থেই অবিলম্বে শেখ হাসিনাকে মুক্তি দিতে হবে। আমির হোসেন আমু বলেন, আওয়ামী লীগ মুক্ত শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সংলাপ ও নির্বাচনে অংশ নিতে চায়। সময়মতো ও প্রয়োজনে তার মুক্তির জন্য আন্দোলনের কঠোর কর্মসূচী দেয়া হবে। তবে কঠোর কর্মসূচি দেয়ার আগেই সরকার তাঁকে মুক্তি দেবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আব্দুর রাজ্জাক বলেন, শেখ হাসিনার মুক্তির জন্য কেবল আইনী লড়াই যথেষ্ট নয়। এ লক্ষ্যে আন্দোলন চলছে। আরও কর্মসূচী আসবে। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত অর্থবহ সংলাপের লক্ষ্যে দলীয় সভানেত্রীর অবিলম্বে মুক্তি দাবি করেন। ফুলের শুভেচ্ছা প্রদান কর্মসূচীতে পুলিশী কঠোরতা ও বাধাদানের প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, এটা করে সরকার দুর্বল মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশ করেছে ছাত্রলীগ। সমাবেশ থেকে শেখ হাসিনার নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করা হয়। কেন্দ্রীয় সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আবুল কালামের নেতৃত্বে বেলা ১২টার দিকে মধুর ক্যান্টিন থেকে মিছিল বের করা হয়। মিছিল শেষে বটতলায় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

স্বেচ্ছাসেবক লীগের আলোচনাসভা

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবক লীগ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলপূর্ব আলোচনাসভার আয়োজন করে। এতে আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আবদুর রাজ্জাক বলেন, দেশ ও জনগণের শান্তি এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে শেখ হাসিনাকে মুক্তি দিতে হবে। সুচিকিৎসায় বিদেশে পাঠাতে হবে। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য তোফায়েল আহমেদ বলেন, সরকার দেশকে অনেক পিছিয়ে নিয়ে গেছে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে কত সময় লাগবে কেউ বলতে পারে না। তাই শেখ হাসিনাকে মুক্তি দিয়ে নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী বলেন, ১১ মাসে মাইনাস টু থিউরি বাস্তবায়নের জন্য অনেক খেলা ও ষড়যন্ত্র হয়েছে। তবে যতই নির্যাতন হচ্ছে, দিনে দিনে শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা আরও বেড়েছে। মানুষের মধ্যে তাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে। অধ্যাপক আবদুল হান্নানের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য রাখেন আবদুল মান্নান, মোল্লা মোঃ আবু কাওছার, মতিউর রহমান মতি, মাহবুবুর রহমান, নির্মল রঞ্জন গুহ, পথিক সাহা, এ্যাডভোকেট মনজু নাজনীন, ওবায়দুল হক খান প্রমুখ।

নগর আ'লীগের মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

বিকেলে দিবসটি উপলক্ষে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মিলাদ ও বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ। এতে অংশ নেন আমির হোসেন আমু, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, সুবিদ আলী ভূঁইয়া, মুকুল বোস, আবদুল মান্নান, সাহারা খাতুন, কর্নেল (অব) ফারুক খান, ইয়াফেস ওসমান, হাবিবুর রহমান খান, অসিম কুমার উকিল, ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস, এ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম প্রমুখ। এর আগে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় নেতারা বলেন, শেখ হাসিনাকে কারাগারে রেখে কথিত জাতীয় সনদ তৈরির ফর্মুলা সফল হবে না। শেখ হাসিনাবিহীন সংলাপ-সমঝোতা-নির্বাচন কোনটাই বাস্তবায়িত হবে না।